দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

NOV 07 2002

ঐতিহ্যবাহী স্কুলের হতদশা সান্ধ্য শাখা বন্ধ

অপারেশন ক্লিনহার্টের

(প্রথম পাতার পর)

বলেন, ঢাকার আশপাশের নিম্নাঞ্চলে মাটি ভরাটের বিরুদ্ধে একটি নির্দেশের পর থেকে ওই পত্রিকাটি তাঁর চেষ্টা-কসরত করে ব্যর্থ হয়ে অতঃপর তাঁকে নানাভাবে ম্যানেজের

আশীষ-উর-র...

ঐতিহ্যবাহী ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টি... গৌরব তো লুপ্ত হয়েছেই দিনে দি... ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। এক স... এখানে প্রভাতী, দিবা ও সান্ধ্য তিন শাখায় পাঠদান চলত, ছাত্রের অভাবে ১৯৯২ সাল থেকে সান্ধ্য শাখা বন্ধ হয়ে গেছে। তখন প্রভাতী ও দিবা শাখায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২২/২৩শ' জনের মতো। এখন সাত শ'র মতো। দীর্ঘদিন থেকে স্কুলের জমি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা, সরকারী সাহায্য অনুদান বন্ধের ফলে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া, উপবৃত্তি চালু হওয়ার ফলে বুড়িগঙ্গার অপর পারের ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ত্যাগ এসব কারণে ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউশনের হতমান দশা।

ঢাকার পুরনো স্কুলগুলোর মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল

...ন্যই রানাকে আটক করে রেখেছে। অপহৃত রানার ...বার নাম আনিস মুন্সী। তার বাসা পল্লবী ১১ নম্বর সেকশনের মাদ্রাসা ক্যাম্পে।

আজও না হওয়ারই সম্ভাবনা। ...সন্নিকটে কৃষিমন্ত্রী সাংবাদিকদের কাছে গত ...ছিল ১৯১৬ বাম্পার ফলন হয়েছে বলে দাবি বোরো মৌসুমে বিশেষজ্ঞদের মতে, মন্ত্রী যে কথাই বলুন বাজার পরিস্থিতির সঙ্গে তার সঙ্গতি নেই। দেখা যাচ্ছে, গত বোরোতে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় ৬ লাখ মে.টন খাদ্য বেশি উৎপাদন হয়েছে এবং পর্যাপ্ত মজুদ হাতে রয়েছে বলে সরকার বারবার দাবি করা সত্ত্বেও চালের দাম উর্ধ্বমুখী। চালের উর্ধ্বমুখী দাম রুখতে দশ বছর পর এবারই প্রথম দেশব্যাপী ওএমএস বা খোলাবাজারে চাল ...কার্যক্রম শুরু ...এর প্রতিষ্ঠা। ১৯৯৫ ...সঙ্গে যে প্রায় আড়াই ...ইস্ট বেঙ্গল স্কুল ছিল তার অস্তিত্ব ...দিনের ইতিহাস-নথিপত্র সংগ্রহে নেই। ...সময় সে সব নষ্ট হয়ে গেছে। ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউশনের পুরনো ভবনটি ছিল এক একরের কিছু বেশি জায়গার ওপরে। এটি ছিল জমিদারী সম্পত্তি। তিনি স্কুলকে দান করেছিলেন। পরে এই জমির

১০ নবেম্বর স্পীকা...

সকালে আবদুস সামাদ ... পার্লামেন্টারি পার্টির এই বৈঠক আসন্ন সংসদ অধিবেশন অন্তত ... জানানো হয়েছে। জিল্লুর রহমান, এএমএস কিবরিয়া, সুরঞ্জিত সেন দলের সংসদ সদস্যবৃন্দ এতে উপা... সুরাই... অপর্যাপ্ত। ...

এক কালের ঐতিহ্যবাহী

(৮-এর পাতার পর)

মোকদ্দমার কারণে পড়ালেখার মানের কিছু ঘাটতি হয়েছে। এ ছাড়া এই স্কুলটি এখন পড়ে গেছে সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকার মধ্যে। সে জন্য দোকান-বাজারের মধ্য দিয়ে অভিভাবকরা মেয়েদের এই স্কুলে পাঠাতে আগ্রহ বোধ করেন না। অন্যদিকে সরকারী স্কুলসহ অন্যান্য ভাল স্কুলগুলোতে প্রভাতী শাখা খুলে যাওয়ায় ছাত্রীরা সেখানে চলে যাচ্ছে। তবে সব থেকে বেশি ছাত্রছাত্রী কমে গেছে উপবৃত্তি চালু হওয়ার পর থেকে। এ স্কুলের প্রচুর ছাত্রছাত্রী আসত নদীর ওধারে কেরানীগঞ্জ এবং আশপাশের গ্রাম থেকে। তারা এখন আর ইস্ট বেঙ্গলে আসে না, কারণ এখানে পড়লে উপবৃত্তির টাকা তো পাওয়া যায়ই না উপরন্তু মাসিক ৮০/৯০ টাকা করে বেতন দিতে হয়। সব মিলিয়েই ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউশনে ছাত্রছাত্রীর সঙ্কট দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। এই অবস্থায় যে সব ছাত্রছাত্রী এখানে রয়েছে তাদের দিয়ে চমক সৃষ্টি করা ফল পাওয়া সম্ভব নয় বলে শিক্ষকরা জানালেন। শিক্ষকের সঙ্কটও আছে। পদ ৩২, আছেন ২৬।